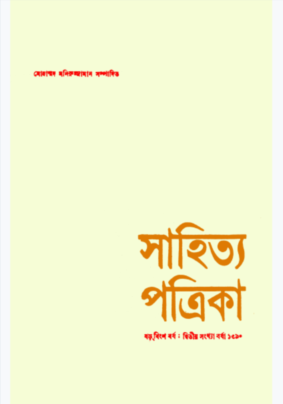

Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সতেরোশতকের রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.4
Pages	63-70
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সতেরোশতকের রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য

আহমদ শরীফ

রোসাঙ্গে রচিত বাঙলাসাহিত্যের আলোচনার জন্যে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ক ॥ রোসাঙ্গরাজ্য পরিচিতি

রোসাঙ্গ: বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে রখইঙ্গ (রক্ষতুঙ্গ ?) নামে একটি রাজ্য ছিল। সংস্কৃত রক্ষঃ (রাক্ষস) তুঙ্গ বা টুঙ্গী থেকে এ-নামের উৎপত্তি বলে অনুমিত।[১] লামা তারানাথের ইতিহাসে 'রখন'[২] নামে এবং আইন-ই-আকবরীতে 'আখরঙ' নামে অভিহিত হয়েছে এ দেশ। বাহারিস্তানগায়বীতে মীর্যা নাথান এ-দেশকে ও দেশের মানুষকে আরখঙ ও রখঙগী বলে উল্লেখ করেছেন। শিহাবউদ্দীন তালিসের ফাতিয়া-ই-ইব্রিয়াতেরও 'রখঙ' নামই মেলে। Pelo Vino-এর লাতিন ভাষায় রচিত ভূগোলে 'আরাকান' নাম রয়েছে। ফন লিনচটোয়েন অঙ্কিত মানচিত্রে এবং ফ্রায়ার ম্যানরিকের গ্রন্থেও[৩] মেলে Aracan নাম।

এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি এলাকার নাম 'রাই খইঙ' (Raikhaing)। মুসলিমরচিত বাঙলা উপাখ্যানে বর্ণিত রোকাম শহর বা রাজ্য হচ্ছে জ্বীন-পরীদের দেশ। এটিও হয়তো 'রখন' বা 'রখইঙ'-এর বিকৃত রূপ। বার্মার ইতিহাসকার ফেয়ার (A. P. Phayre) 'আরাকান' নাম এই 'রখইঙ' নামের বিকৃতিজাত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে উচ্চারণে 'অ' ও 'র'-এর স্থিতি বিপর্যয় ঘটার ফলেই রখঙ আরাকান হয়েছে।[৪]

বার্মার মূল ভূখণ্ড ও আরাকানের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য পর্বতই আরাকানের স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীন সত্তার এবং সমুদ্রসান্নিধ্য তার সমৃদ্ধির কারণ। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাজ্য বলে কথিত আরাকান একেবারে হামলা মুক্ত ছিল না। মাঝে মধ্যে বার্মার রাজাদের আক্রমণে আরাকান রাজারা ধন-জন ও স্বাধীনতা হারিয়েছেন সাময়িকভাবে। আবার মধ্যযুগে পরাক্রান্ত আরাকান রাজারা পূর্ববাঙলার ঢাকা অবধি তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছেন কখনো কখনো। চট্টগ্রাম বিশেষত কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ অবধি সমগ্র অঞ্চল দশ শতক থেকে প্রায় ১৬৬৬ সন অবধি অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকান-রাজ্যভুক্ত ছিল এবং শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি অঞ্চল ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান অধিকারে ছিল বলে জানা যায়। এমনকি ৯৫১ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামবিজেতা আরাকানরাজ সুল তইঙ সন্দ উচ্চারিত 'চিৎ-তৌ-গঙ' (যুদ্ধ করা অন্যায়) থেকেই চাটিগা—চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি বলে কিংবদন্তী রয়েছে। মধ্যযুগে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়-ত্রিপুরা-আরাকান রাজাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে যুদ্ধ হয়েছে। গৌড় বা ত্রিপুরা কখনো কখনো স্বল্পকালীন দখলও পেয়েছে বটে, তবে আগেই বলেছি ১৬৬৬ সনের আগে উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সনের আগে শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি গোটা ভূখণ্ড মুখ্যত ছিল আরাকানরাজ্যেরই অংশ।

বার্মারাজ পাইইন সিঙ মেঙ সউ ওরফে মেঙখামঙ-এর আক্রমণে আরাকানরাজ মেঙ সাউ মোন ওরফে নরমিখলা ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয়ে গৌড়সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর (১৩৮৯—১৪১০ খ্রী.) আশ্রিত হন। এবং সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে গৌড়সুলতানদের নানা যুদ্ধে অন্যতম সেনাপতির কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গৌড়সুলতান যদু জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহর (১৫১৯-৩১ খ্রী.) সহায়তায় ১৪৩০ সনে আরাকানের রাজধানী লঙ্গিয়েতে রাজাসনে পুনরধিষ্ঠিত হন তাঁবেদার মিত্ররাজ রূপে।[৫] অবশ্য আরাকানের ইতিকথায় সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ নন, সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহই ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে মেঙ সাউ মোনকে আরাকানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঙ সাউ মোনের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তিকাল থেকেই আরাকানে গৌড়সুলতানদের তথা তুর্কীদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবল হতে থাকে, যদিও মেঙ সাউ মোনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরাকান গৌড়ের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। রাজার মুসলিম নামধারণ, মুদ্রার কলেমা ও ফারসী হরফ তার প্রমাণ। রাজাদের নাম যেমন :

মঙখ্রী—আলীখান
বাসউপিউ—কলিমা শাহ
গজপতি বা গজবাদী—ইলিয়াস শাহ
মেঙ বেঙ বা মিনবিন—সুলতান যৌবক শাহ
মেঙ ফালঙ—সিকান্দর শাহ
মেঙ ইয়াজাগী—সলিম শাহ
মেঙ খামঙ—হোসেন শাহ

খ ।। রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি

নরমিখলা লঙ্গিয়েতে অধিষ্ঠিত হয়েই বার্মারাজার ভয়ে ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের রামু বা টেকনাফের শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত ম্রোহঙ-এ (Mrohaung অন্য নাম Mrauk-u) নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি সাড়ে তিনশ' বছর ধরে ম্রোহঙই আরাকানের রাজধানী ছিল। ম্রোহঙ বর্তমানে আকিয়াব জিলায় অবস্থিত। চট্টগ্রামবাসীরা এখন প্রাচীন ম্রোহঙকে বা রোসাঙ্গকে 'পাথুরে কিল্লা' নামে চিহ্নিত করে।

এ ম্রোহঙ সাধারণ চট্টগ্রামবাসীর মুখে বিকৃত হয়ে রোহাঙ/রোয়াঙ হয়েছে। সাধু ভাষার শ, ষ, স পূর্ববাঙলার বুলিতে 'হ' হয়ে যায়। কিন্তু লিখিত ভাষায় 'শ' রক্ষিত হয়। এ বিকৃত কথ্য বা বুলির 'হ'-এর সাদৃশ্য বশে রোহাঙ এর 'হ' ও 'স' রূপে সম্ভবত লিখিত হতে থাকে। ফলে রোহাঙ / রোসাং/রোসাঙ্গ হয়েছে। আমাদের অনুমানের নিঃসংশয় সমর্থন মেলে কাজী দৌলত ও আলাউলের উক্তিতে—

১. কর্ণফুলী নদীপূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী—কাজী দৌলত।

২. ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাঙ্গ শহর নাম
শস্য মৎস্য সতত পুর্ণিত* ।—সয়ফুলমুলুক, আলাউল

*এমনি আরো দৃষ্টান্ত : "শাহ সুজা—দৈব বিপাকে আইলা রোসাঙ্গ শহর। —ভ্রাতৃসঙ্গে যুঝি আইলা রোসাঙ্গ সহর। রোসাঙ্গ দেশেত এক মহাগুণবান।" —সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। "ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী"—মরদন। "রাসাঙ্গ শহরে এক গ্রাম মনোহরঃ," দুল্লী মজলিশ, —আবদুলকরিম খোন্দকার।
—"তান নাম গুন ধাম প্রচার রোসাঙ্গ"—আইনুদ্দিন (তফসির) ইত্যাদি, পুথিপরিচিতিঃ, পৃ. ২৪১, ২৪২, ৩৪৯ ইত্যাদি

দিল্লীসাম্রাজ্যের মতো রাজধানী রোসাঙ্গের নামে গোটা আরাকানরাজ্যকে রোসাঙ্গ-রাজ্য এবং রাজাকে রোসাঙ্গরাজ নামে অভিহিত করা হয়েছে রোসাঙ্গে রচিত বাঙলা-সাহিত্যে। আজো শঙ্খনদ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম লোকমুখে রোসাঙ্গ/রোয়াঙ এলাকা নামে অভিহিত। এবং ওই এলাকার অধিবাসীরা সামাজিক পরিচয়ক্ষেত্রে উত্তর চট্টগ্রামবাসীর কাছে রোসাঙ্গী বা রোঁয়াই বলে অবজ্ঞাত। উনিশ শতকের দিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কবিরা কখনো কখনো আবার 'মোরঙ্গ' (<ম্রোহঙ) নামও ব্যবহার করেছেন।

১. নামে নাম থুইলেন্ত মোরঙ্গ রায়।	পুথি পরিচিতি, পৃ. ২৪২
২. যত মোরঙ্গ আইসে করএ গৌরব।	দুল্লা মজলিশ

রাজধানী রোসাঙ্গ এখন দক্ষিণ চট্টগ্রামবাসীর কাছে পাথুরেকিল্লা নামে পরিচিত। ভগ্ন কিল্লার নিদর্শন ও স্মৃতি থেকেই এ-নামের উদ্ভব, এটি এখন একটি গ্রাম মাত্র।

গ॥ রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য-সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

বার্মায়, আরাকানে, চট্টগ্রামে অন্তত আট-নয় শতক থেকে আরব মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য চালু হয়, তা প্রাচীন আরব ভৌগোলিকদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। আরাকানরাজ মহতোইঙ্গ সন্দঅয়-এর (৭৮৮-৮১০ খ্রী.) আমলেই নয় শতকের প্রথম দশকেই ভাঙ্গা জাহাজের বিপন্ন আরবেরা আরাকানের রনবী বা রামরী দ্বীপে আশ্রিত হয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে আরাকানরাজ্যে বাস করতে থাকে বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।[৬] এ ছাড়া চট্টগ্রাম যখন দশ শতক থেকেই আরাকানরাজ্যের অংশ তখন চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান দেশের রাজধানী রোসাঙ্গে ব্যবসা-চাকরী ও অন্য নানা কাজে গেছে এবং বাস করেছে। যেমন রাজ্যের অন্য অংশ চট্টগ্রামে এসেছে এবং বাস করেছে আরকানী বৌদ্ধরা। এদের বংশধরেরা বড়ুয়া, মুৎসদ্দী, চৌধুরী উপাধি এবং একালে হিন্দুর মতো সংস্কৃত বাঙলা নাম ধারণ করে আজো চট্টগ্রাম জিলায় বাস করে। অতএব দ্বিজাতি মঘ ও বাঙালী অধ্যুষিত আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গসরকারে চট্টগ্রামবাসী অমাত্য, মন্ত্রী থেকে ক্ষুদ্র চাকুরে অবধি সব শ্রেণীর লোক থাকার কথা। এবং অন্যান্য পেশার ও ফিকিরের বাঙালীকেও সেখানে বাস করতে হয়েছে। এখনকার য়ুরোপ-আমেরিকার লোকেরা যেমন প্রাগ্রসর বিদ্যার, চিন্তা-চেতনার ও প্রকৌশল-কৃৎকৌশলের অধিকারী বলে আমাদের শ্রদ্ধেয়, মধ্যযুগে তেমনি শ্রদ্ধেয় ছিল আরব-ইরানী-তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা এবং সে সূত্রে দেশী শিক্ষিত মুসলিমরাও। তাই কাব্যসূত্রে কেবল মুসলিম মন্ত্রীর নাম পাই। হিন্দুমন্ত্রী থাকলেও মুসলিমকবি প্রতিপোষণ পাননি বলে তাঁদের নাম নেননি, যেমন নাম উল্লেখ করেননি কোন মঘমন্ত্রীর। রাজনীতিক-ব্যবসায়িক কিংবা বৃত্তিগত কাজে রোসাঙ্গে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একটি প্রবাসী সমাজও গড়ে ওঠে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ছাড়াও রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে সমস্বার্থে স্বভাষী-স্বজাতির মধ্যে সহযোগিতার অঙ্গীকারে সহাবস্থান প্রয়োজন হয়েছিল, এই সামাজিক গরজেই বাঙালী অমাত্যদের বাঙালীসমাজে মেলামেশা করতে হয়েছে।

পাড়া আছে, সমাজ আছে, শাস্ত্র আছে, নিজেদের আলাদা ভাষা আছে, স্বতন্ত্র বিশ্বাস-সংস্কার আছে, বিশিষ্ট নিয়ম-নীতি আছে, আছে রীতিরেওয়াজও। কাজেই তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূর্তির জন্যে, মানস চাহিদা পূরণের জন্যে, মনের রস-পিপাসা মেটানোর জন্যে সেখানে গুণীজন দিয়ে গান-গাথা-রূপকথা-প্রেমকথা-জানারও জানানোর, নানা রসকথা শোনার ও শুনানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সৃজনশীল কেউ কেউ নতুন সৃষ্টি দিয়ে তাদের রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। কাজী দৌলত, আলাউল প্রমুখ প্রনয়োপাখ্যান অনুবাদ করে

এবং মাগন ঠাকুর দেশী রূপকথার কাব্যায়নে সতেরো শতকের রোসাঙ্গ শহরে বাঙালীর সংস্কৃতির ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। এর জের চলেছিল আঠারো-উনিশ শতকের দক্ষিণ চট্টগ্রামে।

ঘ॥ রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য

রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্যচর্চার ও সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এ-ই। এর সঙ্গে ভিন্নভাষী মঘ-বৌদ্ধ রাজাদের কোনই সম্পর্ক নেই। কাজেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর এনামুল হক প্রদত্ত 'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালাসাহিত্য' নামটি অসার্থক ও বিভ্রান্তিকর। এ নামটি বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসকারদের বদৌলত জনপ্রিয়ও হয়েছে, তবু এ নাম তথ্যবিরোধী বলে পরিহার্য। বরং বলা চলে 'রোসাঙ্গের অমাত্যসভায় বাঙলাসাহিত্য' যদিও সব কবি অমাত্য প্রতিপোষিত নন। আবার আলাউল প্রমুখ রচিত সাহিত্যের 'আরাকানরাজ্যে বাঙলাসাহিত্য' নামও হবে অযৌক্তিক, কারণ এঁরা রাজধানী রোসাঙ্গবাসী বা রোসাঙ্গে প্রবাসী কবি। এ সময়ে আরাকান-রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামবাসী হিন্দু-মুসলিম অনেক কবিও স্বগাঁয়ে স্বঘরে বসে কাব্য রচনা করেছেন। অতএব, 'রোসাঙ্গে বাঙলাসাহিত্য' নামই সঙ্গত ও সমীচীন। নেপাল, কামরূপ, ত্রিপুরা বা কোচবিহার রাজ্যে 'বাঙলাসাহিত্যচর্চা' নামও তেমনি সংগত ও সুপ্রযুক্ত।

অতএব, দ্বিজাতি [মঘ ও বাঙালী] অধ্যুষিত আরাকান রাজ্যের বর্মী উপভাষী আরাকানী-দের অংশে অবস্থিত রাজধানী রোসাঙ্গে বসে রাজ্যের অপর এক অংশের লোক অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী স্বজাতীয় রাজকর্মচারী তথা মন্ত্রীর প্রতিপোষণ পেয়ে বা স্বাধীনভাবে বাঙলা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মাত্র। ব্যাপারটা পাকিস্তান আমলে পূর্ববাঙলার লোকের করাচীতে বা দিল্লীতে বসে পশ্চিমবাঙলার লোকের বাঙলা লেখারই মতো। বিদেশীরা যখন ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় বই লেখেন, তখন তা ইংরেজ-ফরাসীর আধিপত্যজাত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এতে ইংরেজ-ফরাসীর গৌরব-গর্বের কারণ থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে-রূপ নয়, কাজেই বাঙলার বাইরে ওই অবাঙালীর বাঙলাসাহিত্য চর্চা নয় বলেই রোসাঙ্গে রচিত সাহিত্যের জন্যে আমাদের গৌরব বোধ করার কোন কারণ ঘটে না। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে মেকলে বা কিপলিঙ যেমন ভারতগৌরব নন, তেমনি কাজী দৌলত কিংবা আলাউলও রোসাঙ্গমণি নন।

বলেছি এক হিসেবে কয়েকজন ছাড়া মধ্যযুগের চট্টগ্রামবাসী কবি মাত্রেই আরাকান রাজ্যের বা রোসাঙ্গ রাজ্যের কবি। আর তাঁদের মধ্যে কাজী দৌলত, মরদন, আলাউল, মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার রাজধানীর কবি। তফাৎ মাত্র এ-ই। নেপাল, কামরূপ, কোচবিহার, ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালী কবি সম্বন্ধেও একই রূপ নাম প্রযোজ্য। আর বাঙলা ভাষায় প্রণয়োপাখ্যান রচনার শুরুও রোসাঙ্গে নয় সাধারণভাবে চট্টগ্রামে।

ঙ॥ 'মঘ' নামের উৎপত্তি

এক সময়ে বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙলায়, আরাকানে ও বার্মায় প্রচারিত হয়, আরাকানে বার্মায় কেবল বৌদ্ধ মতই টিকে থাকে, অন্যগুলো কালে লোপ পায়। আভি-জাত্য লোভে হিন্দু মাত্রই আর্য ও আর্যাবর্ত উদ্ভূত, বৌদ্ধ মাত্রই মগধ উদ্ভূত এবং মুসলিম মাত্রই মক্কা-মদিনা-ইরান-সমরখণ্ড-বুখারা থেকে আগত বলে দাবি করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের ও রাজধানীর নাম রাখেন। যেমন মহৎচন্দ্র, সুলতচন্দ্র, নরপতিগী, রাজগী, শ্রীসূর্য, বড় ধর্মরাজা, সুনিধর্মরাজা, চন্দ্রসূর্যধর্ম, শ্রীসুধর্মা, শ্রীচন্দ্রসুধর্মা ইত্যাদি, রাজধানীর

নাম বৈশালী, ধন্যাবতী, চম্পাবৎ ইত্যাদি। আরাকানী অক্ষমতায় এগুলো বিকৃতভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হয়েছে মাত্র। একসময়ে সাধারণ আরাকানীরাও নিজেদের মগধাগতদের বংশধর বলে পরিচয় দিতে থাকে। ফলে কালক্রমে অবৌদ্ধ চট্টগ্রামবাসীর কাছে (ঢাকার মঘবাজারও এ সূত্রে স্মর্তব্য) 'মঘ' আরাকানী ও বৌদ্ধ-এর প্রতিশব্দ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। নিরক্ষর অবৌদ্ধ চট্টগ্রামবাসীর নিকট আজ কেবল চট্টগ্রামের বা বার্মার বৌদ্ধ নয়, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গল চেহারার বৌদ্ধ মাত্রই মঘ। ঐ মঘ বৌদ্ধের প্রতিশব্দ। বলাবাহুল্য এ মগ বা মঘ মগধ শব্দজাত : মগধ > মগহ > মঘ > মগ। চট্টগ্রামে ও রোসাঙ্গে রচিত বাঙলাসাহিত্যে আমাদের এ ধারণার পাথুরে প্রমাণ রয়েছে, যেমন :

১. রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।

২. মগধ রাজ্যের যথ যন্ত্র অনুপম : কাজীদৌলত, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালসম্পাদিত, সতীময়না লোরচন্দ্রানী, পৃ. ৪৫, ৪৭

৩. যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি : আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ', পৃ. ১০০

৪. নানা শাস্ত্র পরগ বিদ্বান বিদগ্ধ
আরবী ফারসী আর হিন্দুয়ানি মগধ | (আরাকানী ভাষা অর্থে সপ্তপয়কর, আলাউল)

৫. মগধের সন কহি শুন গুণিগণ— ঐ

৬. মগধের সনের শুনহ বিবরণ : সতীময়না—আলাউলের অংশ, ঘোষাল, পৃ. ১০

৭. মগদের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয় : তোহফা-আলাউলের পৃ. ১২০, আহমদ শরীফ সম্পাদিত

৮. আধারমানিক মৌজে কদমরসুল
ফাজিল সে অধিকারী মগধ বহুল (বৌদ্ধ অর্থে) | আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি : এতিম কাসেম রচিত; বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫ সাল পৃ. ৩৯-৪০

৯. হাড়ি ডোম মগধ জাতি আর যে কুলাল
তোমার কল্যাণ হেতু মাগে সব কাল। ঐ

ফেনীর শেখ মনোহর রচিত 'শমশের গাজী নামা'-য়ও বৌদ্ধ অর্থে মগধ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। আরাকানরাজ্যে প্রচলিত সন মঘীসন নামে আজো চট্টগ্রামে চালু রয়েছে—মঘীসন অনুসারেই আজো রাজস্ব দেয়া-নেয়া হয়। সামাজিক কাজ-কর্মেও মঘীসন চলে। চট্টগ্রামে এখনো ভূমির পরিমাপ মঘীকানির (৪০ শতাংশে এক কানি) হিসাবেই চলে। এই মঘী প্রত্যক্ষে আরাকানী অর্থে এবং পরোক্ষে মগধসম্ভূত আরাকানী বৌদ্ধ রাজকীয় অর্থে ব্যবহৃত।

আর্মাডান-পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে যখন আরাকানী বৌদ্ধরা হাত মিলায়, তখন থেকেই হার্মাদদের মতো মঘেরাও বাঙলায় নিন্দিত ও ঘৃণ্য হতে থাকে। তখন 'মঘ ও মঘের মুল্লক' নতুন অভিধা লাভ করে। আমাদের ভাষায় সাহিত্যে এ অভিধা এখনো জনপ্রিয় ও বহুল প্রযুক্ত এবং বাগ্বিধির অন্তর্গত। কাজেই 'মগ' বা 'মঘ' শব্দ সংস্কৃত বা ফারসীজাত বলে অনুমানের কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চ ॥ মধ্যযুগের মুসলিমরচিত বাঙলাসাহিত্য ও চট্টগ্রাম

প্রশ্ন জাগে মনের মধ্যে—আঠারোশতকের প্রথমার্ধ অবধি মুসলিম সমাজের বাঙলা-সাহিত্য চর্চা আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষ করে চট্টগ্রাম জিলায় সীমিত কেন ? গোটা বাঙলাদেশে সেদিনেও অর্থাৎ পনেরো-ষোল-সতেরোশতকে দেশজ মুসলিমের অভাব ছিলনা। অথচ সে-সব মুসলিমের বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে বিচরণের কোন নিদর্শন মেলে না। এদিকে সতেরোশতক অবধি —প্রায় পঞ্চাশ জন কাব্য-কবিতা রচয়িতার সন্ধান পেয়েছি আমরা কেবল চট্টগ্রামেই। আর পেয়েছি নোয়াখালিতে একজন, কুমিল্লায় তিনজন কবি। মুসলিমরচিত সাহিত্যের এ আঞ্চলিক বিকাশের নিশ্চিত কোন কারণ আমাদের জানা নেই। তবে কিছু কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়।

১. দেখা যাচ্ছে, যে-অঞ্চলে মুসলিম লিখিয়েদের আবির্ভাব ঘটেছে, সে-অঞ্চল প্রায় চিরকাল (সাময়িক বিচ্ছিন্নতা অবশ্য ছিল) আরাকান-ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দুই রাজ্যেরই রাজারা ছিলেন ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন ভাষার ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ। এঁদের রাজ্যের এক অংশের প্রজারা অবশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম বাঙালী। সে-কারণে বাঙালী প্রজাদের গৌড়রাজ্যের বাঙালীদের সঙ্গে শাস্ত্রিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার দরুন পারিবেশিক কিছু পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ছিল—এখনকার যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে সংহত পৃথিবীতেও যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাত্রায় ও জীবনাচারে নানা পার্থক্য প্রকট, তখন সেকালে স্বাতন্ত্র্য আরো বেশি ছিল বলে মানতে হবে।

২. ভিন্ন গোত্রের বিভাষী শাসকের রাজ্যে ভিন্নভাষী ভিন্ন গোত্রের প্রতিবেশীর সঙ্গে ত্রিপুরায় আরাকানে বাঙালী হিন্দু-মুসলিমকে বাস করতে হয়েছে বলেই গৌড়রাজ্যের বাঙালীদের মতো তাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বার্ণিক স্বাতন্ত্র্য, অপরিহার্য পেশা-ভিত্তিক জীবন, সার্বক্ষণিক ঘৃণা-বিদ্বেষ ও সুদৃঢ় শাস্ত্রিকশাসন ছিল না।

৩. প্রাচীন ও মধ্যযুগে কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য ও কিছু সংখ্যক কায়স্থের মধ্যেই পেশার প্রয়োজনে লেখাপড়ার চল ছিল। অন্যদের শিক্ষার কোন ঐতিহ্য ছিলনা। বাঙলার দেশজ-মুসলিমরা যে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবিত্তের নির্জিত বৌদ্ধদেরই বংশধর তা' আজকাল আর কেউ অস্বীকার করে না। কাজেই গৌড়রাজ্যের দেশজ মুসলিমদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল। এবং যারা লেখাপড়া করত, তারা শাস্ত্রের বাহন আরবী ও দরবারীভাষা ফারসী শিক্ষায় ছিল আগ্রহী, তাতে ছিল ঐহিক ও পারত্রিক সুখের ও সিদ্ধির আশ্বাস। একারণেই ব্রিটিশ আমলেও ১৯২০-৩০ খ্রীস্টাব্দ অবধি পুরোনো ধারার মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো বাঙলা বর্ণমালা চেনা ছিল।

৪. তা ছাড়া গৌড়রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুরাই দেব-কথার ব্যতীত বাঙলায় কোন রসকথার সাহিত্যচর্চা করেনি। কাজেই গৌড়রাজ্যে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হবার মতো অনুকূল প্রতিবেশ ছিলনা। ধর্মকথার ভাষায় তথা বাঙলায় লিখিত রূপ দেয়া যেখানে পাপ বলে হিন্দু সমাজেই নিন্দিত, লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথাও ব্রাত্যাচার বলে ঘৃণিত, সেখানে গাঁয়ের নগণ্য সংখ্যক নিঃস্ব নির্জিত খেটে-খাওয়া মানুষের সমাজে দু'একজন স্বল্পশিক্ষিত আরবী-ফারসী জানা ব্যক্তিরাই বা মুসলিমশাস্ত্রকথা বাঙলায় লিপিবদ্ধ করে নিশ্চিত জাহান্নাম বরণে উৎসুক হবে কেন! কাজেই গৌড়রাজ্যে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে কেউ ধর্মকথা বা প্রেমকথা রচনা করেননি। ধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়ে কাব্য রচয়িতা জায়েনউদ্দীন কিংবা শেখ ফয়জুল্লাহকে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত করতে হবে। অথবা এঁরা হয়তো আরাকানরাজের প্রজাই, গৌড়রাজ্যে ছিলেন প্রবাসী।

৫. আমরা জানি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-উপাখ্যান রচিত হবার পরে মৃত ভাষা সংস্কৃত-সাহিত্যক্ষেত্রেও ছিল অনেক কাল বন্ধ্যা। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও সাহিত্যচর্চা হয়েছে সামান্যই। তুর্কো-আফগান শাসনকালে দেশজ মুসলমানরাই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতসাহিত্যের নানা উপকরণে সাজিয়ে লৌকিক গাথা, রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথাকে নব্যভারতীয় আর্যভাষায়—তথা উত্তর ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় শৈল্পিক রূপ দিতে থাকেন। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞানের সাথেই য়ুরোপকে পুনরায় পরিচিত করানর কৃতিত্ব যেমন মুসলমানের, তেমনিই সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান ও ভাবকে মধ্যযুগের লৌকিক 'ভাষা'-র রূপদান করে ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার কৃতিত্বও তাদেরই। ভারতীয় ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর ধারা প্রবর্তন আরবী-ফার্শি সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়েছে একথা না বললেও চলে।...স্বপ্নে দেখে নায়ক-নায়িকার প্রণয়াবিষ্ট হওয়ার প্রাচীনতম ইরানি রোমান্স Zariadres ও Odatis-এর প্রভাব সংস্কৃতসাহিত্যের প্রথম প্রণয়কাহিনী সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় সুস্পষ্ট।"[৭]

দাক্ষিণাত্যে বাহমনীরাজ্যে—বেরারে, বিদরে, আহমদনগরে, বিজাপুরে, গোলকুণ্ডায় ইরানী বংশীয় সুলতানদের উৎসাহে ও প্রতিপোষণে ফারসীতে ও দাকিনী উর্দুতে প্রণয়োপাখ্যান রচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। ত্রিপুরা-আরাকানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক সম্পর্ক ছিল না বটে, কিন্তু বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং বিদেশী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে চট্টগ্রামবন্দরকেন্দ্রিক সে-সম্বন্ধ উত্তরভারতের সঙ্গেও ছিল ব্যাপক। এজন্যেই হয়তো উত্তরভারতের ও দক্ষিণভারতের হিন্দি-আওধি ও দাকিনী উর্দু আর ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে চট্টগ্রাম বন্দরের ও রোসাঙ্গ শহরের কলারসিক পাঠকদের। এবং তাঁরা উৎকৃষ্ট কাব্যগুলো স্বভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশী পাঠক-শ্রোতার চিত্তবিনোদনের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। এভাবে আরাকানরাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং এর প্রভাবে ত্রিপুরারাজ্যে মুসলিমদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে জনপ্রিয় ও প্রসার লাভ করে, যা গৌড়রাজ্যে আঠারোশতকের প্রথমার্ধ অবধি হতে পারেনি অনুকূল প্রতিবেশের অনুপস্থিতিতে।

সাহিত্যক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সাক্ষ্য মেলে চট্টগ্রামে রচিত কারবালা ও জঙ্গনামা কাব্যগুলোতে। দাক্ষিণাত্যের তথা আহমদনগরের, বিজাপুরের, গোলকুণ্ডার, বেরারের, বিদরের সুলতানরা ছিলেন 'ইমামিয়া' দলের শিয়া। কারবালাকাহিনী ছিল তাঁদের শাস্ত্রসম্পৃক্ত অবশ্য স্মর্তব্য পবিত্র বিষয়। রাজভক্তির আগ্রহে, প্রচারে ও প্রশ্রয়ে তাঁদের রাজ্যে দেশজ শিয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, তা' ছাড়া ইরান থেকে আগত শাসক-প্রশাসক, সৈনিক-বণিক-ধনী-মানী শিয়াতো ছিলই। ফলে ইরানী প্রণয়োপাখ্যান ছাড়াও মর্সিয়া সাহিত্য, মহররমের তাজিয়া পার্বণ, এবং হযরত মুহম্মদের, হযরত আলীর ও হামজার কাল্পনিক দিগ্বিজয় ও ইসলামপ্রচারমূলক মাগাজী বা জঙ্গনামাও দাকিনীতে ও ফারসীতে রচিত এবং জনপ্রিয় বিষয় হতে থাকে। সে-তরঙ্গ অভিঘাত হানে চট্টগ্রাম বন্দরেও। জয়কুমরাজার লড়াই, জয়গুনবিবির কিস্‌সা, হামজার জঙ্গনামা, আলির বা হানিফার দিগ্বিজয়মূলক কাব্য আন্তর্জাতিকবন্দর চট্টগ্রামেও জনপ্রিয় হয় শিয়া সম্প্রদায় না থাকলেও ইসলামের উন্মেষ যুগের ও রসুলের আত্মীয়দের কৃতি ও কীর্তি হিসেবে। তাই বাঙলায় এগুলোর স্বাধীন অনুস্মৃতি মেলে ষোল-সতেরো শতক থেকেই; দৌলত উজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, শাহবারিদ খান, মুহম্মদ খান, আবদুন নবী প্রমুখের কাব্য এ সূত্রে স্মর্তব্য।

তথ্যনির্দেশ

১ [ক] JASB. Vol. XIII Pt. I. 1844, P. 24

[খ] A. P. Phayre : History of Burma, P. 43

২ JASB. 1898. Pagsam Jon Zam [Antiquity of Chittagong] : Sarat Chandra Das

৩ [ক] The Land of the Great Image : ed. Maurice Collis

[খ] On Arakan and Arakanese : Ahmed Sharif, Bhattasali Commemorial Volume, Dacca Museum

৪ A.P. Phayre, P. 42

[ক] সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ-১ম অধ্যায়.

[খ] চট্টগ্রামের ইতিহাস-পুরানা আমল : মাহাবুব-উল-আলম

[গ] History of Chittagong : S. M. Ali

[ঘ] History of Burma : G. E. Harvey

৫ Outline of the History of Burma : G. H. Harvey

৬ ঐ

৭ বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলেবকাউলি, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ সাল, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২-৩, ৫ ।